মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি রাস্তা দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে আদালতের ১৪৫ ধারার আদেশ অমান্য করে স্থানীয়দের ব্যবহৃত সরকারি রাস্তার জমি দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে রুহুল আমিন ও তার ভাতিজা ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় প্রশাসনসহ সব নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকারি রাস্তা দখল করায় ক্ষোভ বিরাজ করছে গ্রামবাসীর মধ্যে। তিন শতাধিক কৃষকের মাঠের ফসল বহনের একমাত্র রাস্তা দখল হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরাও। দফায় দফায় সালিস, স্থানীয় ভূমি অফিসের বাধা, উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনার কোনো তোয়াক্কা করছেন না জমি দখলকারী রুহুল আমিন ও তার লোকজন।

স্থানীয়দের ব্যবহৃত শত বছরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দখলমুক্ত চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

গতকাল বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হন এলাকার অর্ধশত মানুষ।

সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, আদালতের নির্দেশে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ১৪৫ ধারা জারি করে সংশ্লিষ্ট জমিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। তবে অভিযোগ রয়েছে, ওই নির্দেশ অমান্য করে ঘর নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখেন রুহুল আমিন।
শ্যামপুর হঠাৎপাড়া এলাকায় সরকারি রাস্তার ওপর এই সংবাদ সম্মেলন করেন গ্রামবাসী।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্যামপুর গ্রামের কাবিল হোসেনের ছেলে আবুল কালাম আজাদ। এ সময় ইকবাল হোসেন, ইয়ারুল ইসলাম, আহমেদ আলী, হোসেন আলী, আইযুব আলী, নুর হক, রমজান আলী ও মোতালেব হোসেনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে তারা অভিযোগ করেন, শ্যামপুর গ্রামের শত বছরের পুরোনো সরকারি রাস্তা দখল করে ঘর নির্মাণ করছেন রুহুল আমিন। ঘর

নির্মাণের শুরু থেকে বাধা দিলেও ক্ষমতার দাপটে কোনো বাধাই মানছেন না রুহুল ও তার লোকজন।

শ্যামপুর গ্রামের বজলুর রহমান, সুইট ও রাজুর ইন্ধনে সরকারি রাস্তা দখলের অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গ্রামবাসীদের দাবি, প্রায় ২০ ফুট প্রস্থ এবং ১৬২ মিটার দীর্ঘ ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ পরিবারের চলাচল রয়েছে। পাশাপাশি কৃষকেরা তাদের ফসল পরিবহনের জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করেন। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে জনদুর্ভোগ মারাত্মকভাবে বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

অভিযোগে আরও বলা হয়, সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী এসএ ও আরএস খতিয়ান এবং দাগে ওই এলাকায় সরকারি রাস্তা চিহ্নিত রয়েছে। সিএস, এসএ ও আরএস ম্যাপেও রাস্তার অস্তিত্ব উল্লেখ থাকলেও তা উপেক্ষা করে দখল কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

এ ঘটনায় আবুল কালাম আজাদ মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪৫ ধারায় মামলা দায়ের করেন। আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ওই স্থানে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

এর আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দায়ের করা অভিযোগের পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

তবে অভিযোগ রয়েছে, আদালত ও প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পুনরায় ঘর নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে গ্রামবাসীরা দ্রুত সরকারি রাস্তা উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের চলাচল নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা সতর্ক করে বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এলাকায় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে।

প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার নারী শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ “মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়”। সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়টির প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। দিন দিন শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, সরকারি ও বেসরকারি ফান্ডের অর্থ আত্মসাৎ, বিদ্যালয়ের মূল্যবান সম্পদ তছরুপ এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে চরম অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গত রবিবার সরেজমিনে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের সাথে আলাপকালে বিদ্যালয়টির চরম অনিয়ম ও হরিলুটের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন ৬টি করে ক্লাস হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষার্থীরা জানায়, অধিকাংশ দিনই মাত্র ৩ থেকে ৪টি ক্লাস সম্পন্ন হয়। অবশিষ্ট সময় ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ভেঙে যে যার মতো স্কুল প্রাঙ্গণ ও বাইরে ঘোরাঘুরি করে। প্রতিদিনের টিফিনের টাকা নেওয়া হলেও টিফিন দেওয়া হচ্ছে না।

ক্লাসরুম এবং বারান্দার দেয়ালে দেয়ালে অত্যন্ত আপত্তিকর ও নোংরা কথাবার্তা লেখা রয়েছে, যা প্রকাশ করা লজ্জাজনক।

পরিদর্শনে দেখা যায়, কম্পিউটার ল্যাবের ভেতরের পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা ও পরিত্যক্ত। কোনো টেবিলে সচল কম্পিউটার নেই। পাবলিক ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার খাতা মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রাখা হয়েছে। নথিতে ১১টি কম্পিউটার ও ৫টি ল্যাপটপের থাকা কথা থাকলেও ল্যাবে কোনো ল্যাপটপের অস্তিত্ব মেলেনি এবং কয়েকটি ভাঙাচোরা কম্পিউটার মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি ধুলোবালি ও নোংরা পরিবেশে আচ্ছন্ন, যেখানে পড়াশোনার ন্যূনতম পরিবেশ নেই। লাইব্রেরির রেজিস্টার

বিদ্যালয়ের দপ্তরি আব্দুস সালাম বলেন, “আমি হেডস্যারের ব্যক্তিগত কথা শুনিনি বলে তিন মাস আমার বেতন বন্ধ করে রেখেছিলো। পরে অনেক বলাবলির পর এখন বেতন দিচ্ছে।”

বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার আলী মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকদের সামনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফকে বলেন, আপনি যাওয়ার আগে আমাকে সকল কিছুর হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন, না হলে আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমি যা যা বুঝে পাবো, সেগুলোর দায় আমার থাকবে। উল্লেখ্য, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ চলতি মাসে ৩০ তারিখে অবসরে যাবেন। বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার আলী সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাবেন।

তবে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ের কম্পউটার, ক্যামেরা, খাটের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। আগের প্রধান শিক্ষক আমাকে কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি। ক্লাসের বিষয়ে তিনি বলেন, কয়েকদিন পর সব ক্লাস শুরু হবে। গাছ লাগানোর বরাদ্দের বিষয়ে তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের পিছন দিকে গাছ লাগানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ভোটকেন্দ্র সংস্কারের কোটি টাকার বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুরে। বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলেও বহু ক্ষেত্রে সেই অর্থ কাগজে-কলমে খরচ দেখানো হয়েছে চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্র কেনার খাতে। কোথাও আবার পুরোনো আসবাব নতুন বলে দেখিয়ে বিল পাস করানোর অভিযোগও সামনে এসেছে।

থেকে পাঁচ গুণ বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। মুজিবনগরে কোনো বরাদ্দ আসেনি। বরাদ্দ দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সরকারি অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বাস্তব চিত্র এবং বরাদ্দ বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ ঘিরে এখন প্রশ্ন উঠছে মেহেরপুরের শিক্ষা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। স্থানীয় মহলের দাবি, বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

প্রশাসনের একাংশের মতে, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয় না হলে নির্বাচন-পূর্ব প্রস্তুতির মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ ভোটগ্রহণের পরিবেশ উন্নত করা এবং ভোটারদের জন্য নিরাপদ ও উপযোগী কেন্দ্র নিশ্চিত করতেই এই বরাদ্দ দেওয়া হয়। অথচ সেই অর্থ যদি অন্য খাতে ব্যয় করা হয় বা কাগজে-কলমে কাজ দেখিয়ে বিল উত্তোলন করা হয়, তবে তা সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী হওয়ার পাশাপাশি জনআস্থার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণের অন্যতম প্রধান সাংবিধানিক আয়োজন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইন প্রণয়ন ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করেন। সেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বরাদ্দ নিয়েই যখন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তখন তা শুধু সরকারি অর্থ অপচয়ের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক সততার ওপরও প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে।

আলমডাঙ্গায় হাত-পা বেঁধে

[redacted]

[redacted]

হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে। খুব দ্রুত জড়িতদের গ্রেফতার করা হবে।”

দর্শনা সীমান্তে বাংলাদেশি যুবককে বিএসএফের ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্ত এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দর্শনা জয়নগর গ্রামের মৃত কালু মিয়ার ছেলে জুলফিকার আলী (২০) গতকাল শনিবার বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে দর্শনা ও গেদে সীমান্তের রেললাইনের দুই পাশে ঘাস কাটছিলেন। এ সময় ভারতীয় বিএসএফ টহল দল তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

পরিবারের দাবি, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মেইন পিলার ৭৫/৩ এস-এর কাছে শূন্য লাইনের নিকটে ঘাস কাটার সময় তাকে আটক করা হয়। তাদের অভিযোগ, বিএসএফ সদস্যরা দাবি করেন তিনি সীমান্তের নিরাপত্তা বেড়া কাঁটছিলেন এ অভিযোগে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর দর্শনা বিওপির প্রতিপক্ষ ভারতের ৩২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের গেদে ক্যাম্পের টহল দল ওই বাংলাদেশি যুবককে আটক করে গেদে থানায় সোপর্দ করে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল নামজুল হাসান বলেন, তিনি বিষয়টি শুনেছেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা নেট কাটার সময় বিএসএফ তাকে আটক করে ভারতীয় থানায় হস্তান্তর করেছে।

সরকারি ধান বিক্রিতে লাগছে বিএনপি-জামায়াতের টোকেন

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছে থেকে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও প্রান্তিক চাষীরা খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকরা ধান দিতে গেলে গুদাম কতৃপক্ষ কৃষকদের বলছেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্লিপ নিয়ে ধান নিয়ে আসতে। এমন সমস্যা পড়েছেন হাজার হাজার প্রান্তিক চাষী। ফলে সরকারের নির্ধারিত দাম থেকে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছে থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হবে। গত ৩ মে থেকে সেই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বিএনপির দুটি গ্রুপ এবং জামায়াত নেতাদের মাধ্যমে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারছেন। এক্ষেত্রে যেসকল চাষীরা রাজনৈতিক স্লিপ পেয়েছেন তারা ধান দিচ্ছেন, যারা স্লিপ পাননি তারা ধান দিতে পারছেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির দুটি গ্রুপ ৬০ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ হিসেবে ধান দিচ্ছে এমন সমন্বয় তাদের মধ্যে হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কালাচাঁদপুর গ্রামের ১৭ জন চাষী ধান দিতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসার কথা বলেন, সদর উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা। এমন অভিযোগ করেছেন কালাচাঁদপুর গ্রামের শান্ত নামের এক কৃষক।

ওই কৃষক জানান, ‘৩৬ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন চাষী খাদ্য গুদামে আবেদন করেছিলাম এবং কৃষি অফিসারের সাথে প্রত্যায়ন নিয়েছি। গত ১৩ মে আমরা প্রত্যায়ন পেলেও এখন পযর্ন্ত ধান বিক্রি করতে পারিনি। ধান বিক্রি করতে গেলে ওসি

এলডি মাসুদ রানা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসেন।’

অভিযোগ করে শান্ত আরও বলেন, ‘ আমি ৪ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে ৪ টন ধান বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এমন দুর্নীতি-অনিয়ম করলে প্রান্তিক চাষীরা সরকারি সুফল পাবে না। এর বিহীত হওয়া উচিত।’

তবে এ তালিকার মধ্যে মনিরুল ইসলাম নামের এক কৃষক বিএনপির এক গ্রুপের মাধ্যমে ৩ টন ধান দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি আরও বলেছেন, আমি দিতে পারলেও সবাই গুদামে ধান দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে থেকেও ধান ক্রয় করছি। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। এর বেশি কি করার আছে আমার?

তবে খাদ্য গুদামের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুরে বিএনপির দুটি গ্রুপ ও জামায়াতের সমন্বয়ে স্লিপ তৈরি করা হয়েছে। তারা তাদের পছন্দমত কৃষকদের এ স্লিপ দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী বলেন, প্রান্তিক চাষীদের কাছে থেকেও ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে থেকে ধান নেওয়ার সুযোগ নেই।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সুত্রধর বলেন, প্রান্তিক চাষীরা যাতে ধান দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। যে সকল চাষীরা ধান দিতে পারছেন না, তারা অভিযোগ করলে তাদের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপের বিষয়টি উঠালে তিনি এড়িয়ে যান।

জানা গেছে, গত ৩মে থেকে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ধান সংগ্রহ অভিযান। চলবে ৩১ আগষ্ট পযর্ন্ত। এবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৩০ টন। গত ৪ জুন পযর্ন্ত শহরের খাদ্য গুমামে ১১৪ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

[redacted]

[redacted]

যোগাযোগ করা হলে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পারলে আমাকে বদলি করে দেন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, আসাদুজ্জামানকে নিয়ে আমিও বড় বিপদে আছি। সব কথা ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারি না।

স্থানীয় সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দাবি, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গাংনী এলজিইডি অফিসের এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

দামুড়হুদায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে ওমর আলী (৫৯) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। তিনি উপজেলার নতিপোতা গ্রামের নুহু নবী শেখের ছেলে।

পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২০ মে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ভুক্তভোগী তার শিশু সন্তানকে নিতে শ্বশুর ওমর আলীর ঘরে যান। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় ওমর আলী তার মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। ঘটনার পর ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের কাছে বিচার প্রার্থনা করলেও কোনো সুরাহা না পেয়ে গত ২১ মে তিনি বাবার বাড়ি রংপুরে চলে যান। পরদিন ২২ মে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

দীর্ঘ ১৫ দিন পর বুধবার দিবাগত রাতে ভুক্তভোগী শ্বশুর ওমর আলীর নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে অভিযুক্তকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরতলীর কানাবিল মোড় এলাকায় মাদকের টাকার জন্য মিম খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী আকাশের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ জুন) ভোরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মিম খাতুনের তানহা নামে পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তিনি হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের ছোট ভাই আবির অভিযোগ করে বলেন, “আমার দুলাভাই আকাশ একজন মাদকাসক্ত। সে প্রায়ই মাদকের টাকার জন্য আমার বোন মিমকে নির্যাতন করত। গত ১ জুন আমার বাড়ি জুগিয়ায় থাকা অবস্থায় আকাশ আমার বোনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

পরে আমার বোন ফোনটি ফেরত নিতে তার স্বামীর বাড়িতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজানো হয়। পরে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।”

ঘটনার সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী শামসুল আলম বলেন, “নিহত মিমের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি

গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”

মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা ও ফসল নষ্টের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা মাঠে ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা, ফসল নষ্ট, ভাঙচুর ও চুরির অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী ইস্তাদুল হক অভিযোগ করেছেন, দুর্বৃত্তরা তার ১০ কাঠা জমির কলাগাছ কেটে দিয়েছে। একই সঙ্গে ১২ কাঠা জমিতে আবাদ করা পাট ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশক প্রয়োগ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। এছাড়া তার ব্যবহৃত স্যালো মেশিন ভাঙচুর করে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে গেছে।

গত ২৯ মে সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা মাঠে এ ঘটনা ঘটে বলে তিনি দাবি করেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৯ নম্বর দক্ষিণ শালিকা মৌজায় ক্রয়কৃত জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা, ফসল নষ্ট, ভাঙচুর, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ করে আসছেন ইস্তাদুল হক।

তিনি জানান, দক্ষিণ শালিকা মৌজার আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক, আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মূল মালিক ছিলেন তাহাজ উদ্দিন শেখ। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে মেয়ে সায়রা খাতুন, আমিরুন্নেসা এবং ছেলে আখতারুল ওই জমির মালিক ও দখলদার হন। পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নম্বর রেজিস্ট্রি কবলা দলিলমূলে মোট ৪০ শতক জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন ইস্তাদুল হক।

তার দাবি, জমি ক্রয়ের পর থেকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে জমি ভোগদখল করে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে কলা ও পাটের চাষ রয়েছে।

ইস্তাদুল হক অভিযোগ করেন, সালাম ও আলতাফের কু-পরামর্শে কদর আলী,

জাইদুল ও ছাকাত দীর্ঘদিন ধরে তার ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে কদর আলী ২০১৩ সালে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে একটি মামলা দায়ের করলেও ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট চূড়ান্ত শুনানি শেষে বাদীর অনুপস্থিতিতে আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মামলায় পরাজিত হওয়ার পরও প্রতিপক্ষরা বিভিন্নভাবে তাকে হয়রানি করে আসছে। ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর তার গম ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশক স্প্রে করে ফসলের ক্ষতি করা হয়। এছাড়া চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি জমির সব কলাগাছ কেটে ফেলা হয়।

এ ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলা বর্তমানে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। মামলার নম্বর দেং-৩৩/২৬।

উল্লেখ্য, এর আগেও দক্ষিণ শালিকা মৌজার একই জমি নিয়ে ফসল কর্তন, জমি দখলে বাধা এবং হত্যার হুমকির অভিযোগে কদর আলী, জাইদুল ও ছাকাতের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন ইস্তাদুল হক।